বন অধিদপ্তর

দুর্নীতির একই ধারা

নিয়োগ ও বদলির তদবিরে নেমে পড়েছে বনমন্ত্রীর নিকটাত্মীয়রা। ভালো পোস্টিং ও সরকারের নৈকট্য লাভের জন্য বিগত সরকারের আমলের সুবিধাভোগী বন কর্মকর্তারা তাদের সাথে সখ্য গড়ে তুলছেন। এখন শুধু নিয়োগ ও বদলির কুশিলবের পরিবর্তন হয়েছে...

লিখেছেন **জয়ন্ত আচার্য**

বন অধিদপ্তরে বিগত সরকারের আমলের মতো আবারও অনিয়ম ও দুর্নীতি শুরু হয়েছে। কোথাও বা অনিয়ম ও দুর্নীতি বিগত সরকারকে হার মানাচ্ছে। সাবেক বনমন্ত্রী সৈয়দা সাজেদা চৌধুরী চারজন সিনিয়র বন কর্মকর্তাকে ডিঙিয়ে মোঃ নুরুজ্জামানকে প্রধান বন সংরক্ষকের দায়িত্ব দেন। অভিযোগ রয়েছে, এ সময় মোটা অংকের উৎকোচের মাধ্যমে দুর্নীতির দায়ে অভিযুক্ত কয়েকজন বন কর্মকর্তা বনের গুরুত্বপূর্ণ স্থানে নিয়োগ লাভ করেন। এই নিয়োগ-বদলি বনমন্ত্রী সৈয়দা সাজেদা চৌধুরীর পুত্র লাভুর ইশারায় কার্যকর হতো। এখন নিয়োগ ও বদলির কুশিলবের পরিবর্তন হয়েছে। বন অধিদপ্তরের নিয়োগ ও বদলিতে চারদলীয় জোট সরকারের বনমন্ত্রী শাজাহান সিরাজের পুত্র অপু এখন অলিখিত দায়িত্ব পালন করছেন। নিয়োগ ও বদলির তদবিরে নেমে পড়েছে বনমন্ত্রীর নিকটাত্মীয়রা। ভালো পোস্টিং ও সরকারের নৈকট্য লাভের জন্য বিগত সরকারের আমলের সুবিধাভোগী বন কর্মকর্তারা তাদের সাথে সখ্য গড়ে তুলছেন। নিয়ম লঙ্ঘন করে বনমন্ত্রী শাজাহান সিরাজ প্রধান বন সংরক্ষণের সমস্ত বদলির ক্ষমতা রদ করেছেন। এ দায়িত্ব তিনি নিজে তুলে নিয়েছেন। ফলে বদলি ও নিয়োগে মন্ত্রণালয় এবং বাসায় ভিড় বাড়ছে।

বিগত সরকারের আমলে ভেঙে পড়া বন অধিদপ্তরের প্রশাসনিক কাঠামো বিন্যাসে বর্তমান বনমন্ত্রী কোনো উদ্যোগই গ্রহণ করছেন না। বরং ১৯ নবেম্বর ইস্যু করা প্রজ্ঞাপনে মো: নুরুজ্জামানকে চলতি দায়িত্ব থেকে ভারপ্রাপ্ত প্রধান বন সংরক্ষণের দায়িত্ব দেয়া হয়। মন্ত্রণালয়ের ২১ নবেম্বর এক প্রজ্ঞাপনে আরো সাতজন বন কর্মকর্তাকে বদলি করা হয়। এই বদলিতেও অধিক জুনিয়র কর্মকর্তার গুরুত্বপূর্ণ স্থানে বদলি হয়েছে। বন অধিদপ্তরে এখন চলছে বদলির হিড়িক, প্রতিনিয়ত উজাড় হচ্ছে বনজ সম্পদ।

চলছে দুর্নীতি : একই ধারাবাহিকতায়

গত বছর আগস্ট মাসে সাবেক বন কর্মকর্তা গোলাম হাবীবের চাকরির মেয়াদকাল শেষ হয়। মেয়াদকাল শেষ হবার আগেই বন মন্ত্রণালয় ও অধিদপ্তরের একটি চক্র গোলাম হাবীবের প্রধান বন কর্মকর্তার মেয়াদকাল বাড়ানোর জন্য তৎপর হয়ে ওঠে। সুপারিশ চলতে থাকে তাকে চুক্তিভিত্তিক নিয়োগ দেয়ার জন্য। নানা ধরনের দুর্নীতির দায়ে অভিযুক্ত থানার কারণেএসএসবি তার মেয়াদকাল বৃদ্ধির আবেদন তিনবার প্রত্যাখ্যান করেন। পরে মোঃ নুরুজ্জামানকে চারজন বন কর্মকর্তাকে ডিঙিয়ে প্রধান বন সংরক্ষকের চলতি দায়িত্ব দেয়ার প্রক্রিয়া শুরু হয়। কারণ গোলাম হাবীবের সমর্থক গোষ্ঠীর কাছে চট্টগ্রাম প্রধান বন সংরক্ষক মোঃ নুরুজ্জামান ছিলেন আস্থাভাজন। ২ আগস্ট গোলাম হাবীব চাকরি থেকে অবসরকালীন ছুটিতে যান। রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে উপসচিব আনোয়ারুল হক ১ আগস্ট প্রজ্ঞাপন ইস্যু করেন। ইস্যুকৃত প্রজ্ঞাপনে বলা হয়, পুনরাদেশ না দেয়া পর্যন্ত মোঃ নুরুজ্জামান বন সংরক্ষক চট্টগ্রাম অঞ্চলকে অস্থায়ীভাবে প্রধান বন

সুন্দরবনের কাঠ প্রতিদিনই এভাবে পাচার হচ্ছে

প্রতিনিয়ত উজাড় হচ্ছে বন

সংরক্ষক সিসিএফ হিসেবে চলতি দায়িত্ব প্রদান করা হল। এ আদেশ জনস্বার্থে জারি করা হল। মোঃ নুরুজ্জামানকে প্রধান বন সংরক্ষকের দায়িত্বে নিয়োগের জন্য সচিব সৈয়দ মার্গুব মোর্শেদকে পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয় থেকে সরিয়ে দেয়া হয়। মন্ত্রণালয় ছেড়ে যাবার আগে তিনি মোঃ নুরুজ্জামানসহ চারজন বন কর্মকর্তার বিরুদ্ধে দুর্নীতি দমন ব্যুরোর কাছে গোপনে একটি রিপোর্ট পাঠান। মার্গুব মোর্শেদের পরে মাহফুজুল ইসলাম বন ও পরিবেশ মন্ত্রণালয়ের সচিবের দায়িত্ব গ্রহণ করেন। তিনিও নুরুজ্জামানকে সিসিএফ নিয়োগের বিরোধিতা করেন। তাকেও পরে বদলি করা হয়। বন মন্ত্রণালয়ে নিয়োগ দেয়া হয় সচিব মামুন-উর রশিদকে। তাকে দিয়েই নুরুজ্জামানের সিসিএফ নিয়োগ করা হয়। পত্রিকায় এই সচিব মামুন-উর রশিদের বিরুদ্ধে নাঈরোবীতে সফরে গিয়ে বঙ্গবন্ধু হত্যা মামলার আসামি ডালিমের সাথে দেখা করার অভিযোগ ওঠে। তখন তাকে ওএসডিতে পাঠানো হয়। মোঃ নুরুজ্জামানকে নিয়ম বহির্ভূতভাবেই প্রধান বন সংরক্ষকের চলতি দায়িত্ব দেয়া হয়েছিল। ১৯৮১ সালের বাংলাদেশ সিভিল সার্ভিস (এগ্রিকালচার ও ফরেস্ট) অ্যাক্টের চতুর্থ অধ্যায়ে বলা হয়েছে, প্রধান বন কর্মকর্তা হতে হলে ১৮ বছরের চাকরির অভিজ্ঞতা থাকতে হবে। তিন বছর ডেপুটি চীফ কনজারভেটিভ ফরেস্ট হিসেবে দায়িত্ব পালন করতে হবে। অথচ মোঃ নুরুজ্জামান ডিসিসিএফের পদোন্নতি পান ১৯৯৯ সালের ৬ জানুয়ারি। বন ও পরিবেশ মন্ত্রণালয় ১৯ নবেম্বর মোঃ নুরুজ্জামানকে প্রধান বন সংরক্ষকের (ভারপ্রাপ্ত) দায়িত্ব দেয়া হয়। এই দায়িত্ব বিগত সরকারের অনিয়মকেই বৈধতা দেয়া হয়েছে। এছাড়া একই প্রজ্ঞাপনে সিনিয়র চার কর্মকর্তাকে বদলি করা হয়। চট্টগ্রাম ফরেস্ট একাডেমীর পরিচালক গোলাম কুদ্দুস চৌধুরীকে বদলি করা হয়েছে ঢাকায়। তাকে করা হয়েছে উপপ্রধান বন সংরক্ষক প্ল্যানিং উইং। ফরেস্টি সেক্টর প্রকল্পের পরিচালক আনোয়ারুল হককে সোস্যাল ফরেস্টি উইংয়ের উপপ্রধান বন সংরক্ষকের দায়িত্ব দেয়া হয়েছে। বগুড়া সার্কেলের বন সংরক্ষক এম আনোয়ারুল ইসলামকে এডুকেশন এন্ড ট্রেনিং উইংয়ের উপপ্রধান বন সংরক্ষকের দায়িত্ব দেয়া হয়েছে। এ জেড এম শামসুল হুদাকে সুন্দরবন জীব বৈচিত্র্য সংরক্ষক প্রকল্পের প্রকল্প পরিচালকের দায়িত্ব দেয়া হয়েছে। তবে সিসিএফ পদের দাবিদার এই চার বন কর্মকর্তা সবাইকে চলতি দায়িত্ব দেয়া হয়েছে। বন মন্ত্রণালয়ের ২১ নবেম্বরের জারিকৃত প্রজ্ঞাপনে সাতজন কর্মকর্তাকে বদলি করা হয়। চট্টগ্রামের উপকূলীয় বনোৎপাদন বিভাগের বিভাগীয় বন কর্মকর্তা ছিলেন শফিউল আলম চৌধুরী। তাকে খুবই গুরুত্বপূর্ণ পদ পার্বত্য চট্টগ্রাম উত্তর বন বিভাগ রাঙ্গামাটির বিভাগীয় প্রধান করা হয়েছে। এ পদ থেকে শামসুল আলমকে সরিয়ে শফিউল আলম চৌধুরীর পদে বদলি করা হয়েছে। লক্ষ্মীপুর উপকূলীয় বনোৎপাদন বিভাগের বিভাগীয় বন কর্মকর্তা এম শামসুল আলমকে পার্বত্য চট্টগ্রাম দক্ষিণ বন বিভাগের প্রধান করা হয়েছে। এ পদে বিভাগীয় বন কর্মকর্তাকে লক্ষ্মীপুরে বদলি করা হয়েছে। বন ভবনের ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা বিভাগের সহকারী বন সংরক্ষককে দিনাজপুর বন বিভাগের বিভাগীয় প্রধান করা হয়। অথচ তিনি সাতজনের মধ্যে সিনিয়র বন কর্মকর্তা হয়েও অগুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব পেয়েছেন। দিনাজপুর বন বিভাগের প্রধান ফারুখ হোসেনকে বন ভবনের ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা বিভাগের সহকারী প্রধান বন সংরক্ষকের দায়িত্ব দেয়া হয়েছে। ময়মনসিংহের বিভাগীয় বন কর্মকর্তা লক্ষ্মীপুর বন বিভাগের বিভাগীয় বন কর্মকর্তা হয়েছেন। এই বদলি নিয়ে বন অধিদপ্তরে বেশ তোলপাড় চলছে। অভিযোগ রয়েছে, উৎকোচের মাধ্যমে এই বদলির রদবদল হয়েছে। উৎকোচের পরিমাণের ওপর বদলির গ্রেড নির্ভর করেছে। বন অধিদপ্তরের কয়েকজন কর্মকর্তা অভিযোগ করেছেন; বন অধিদপ্তরের ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তারা অধিদপ্তরের বর্তমান সেটআপ ঠিক রাখার জন্য নিম্নস্তর পর্যন্ত চাঁদাবাজি করছে। তাদের ভয়, বর্তমান সেটআপের রদবদল হলে অনেক দুর্নীতির খবর বের হয়ে পড়বে।

বন বিভাগে রয়েছে একটি পরিমিত কাঠামো। প্রধান বন কর্মকর্তার নিচে রয়েছেন ৪ উপপ্রধান বন কর্মকর্তা। বন সংরক্ষণ এলাকায় দায়িত্বে রয়েছেন সাতজন সিসিএফ। ডেপুটি ফরেস্ট রেঞ্জার রয়েছেন ৪৮০ জন। ডেপুটি রেঞ্জার রয়েছেন ৫২৫ জন। ফরেস্টার ১ হাজার ২০ জন। তৃতীয় ও চতুর্থ শ্রেণীর কর্মচারী ৯ হাজার।

বন কর্মকর্তারা ব্যস্ত থাকেন সাধারণত আর্থিকভাবে দ্রুত লাভবান হবার পোস্টিংগুলোতে যাবার জন্য। পোস্টিংগুলো নিয়েই হয় মোটা অংকের অর্থের বিনিময়। বনের লোভনীয় পোস্টিং হচ্ছে চেকিং স্টেশন, রাজস্ব আদায়ের ঢোল স্টেশন। এসব স্টেশনে বনজ দ্রব্য সড়ক ও নদীপথে চলাচলের জন্য তদারকি হয়। কর্মকর্তারা সুন্দরবন, পার্বত্য চট্টগ্রাম, সিলেট অঞ্চলের জোনে পোস্টিং পাবার জন্য তীব্র প্রতিযোগিতায় লিপ্ত থাকেন।

অভিযোগ রয়েছে, বিগত সরকারের বনমন্ত্রী ও তার পুত্র এই পোস্টিংগুলো থেকে অর্থ বাগিয়ে নিয়েছেন। এই একই কার্যালয়ে বর্তমান সরকারের মন্ত্রী ও তার পুত্র কাজ করছেন। নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক একজন বন কর্মকর্তা ২০০০কে বলেন, অনেক ক্ষেত্রেই মন্ত্রী ও তার পুত্রের দাপট অতীত সরকারকেও হার মানিয়েছে। বনমন্ত্রীর পুত্র ও সিন্ডিকেটের কয়েকজন বন কর্মকর্তাকে প্রায়ই সোনারগাঁও হোটেলে দেখা যায় বলেও অভিযোগ রয়েছে।

বাঁচাতে হবে বন

দেশের প্রতিবেশগত ভারসাম্য রক্ষার জন্য প্রয়োজন পঁচিশ ভাগ বনভূমি। এদেশে বন আছে পাঁচ থেকে সাত শতাংশ। বন বিভাগের হিসাব অনুযায়ী দেশে বনভূমির পরিমাণ ১১ লাখ হেক্টর। দুর্নীতির কারণে দেশের প্রধান বনভূমি ম্যানগ্রোভ ফরেস্ট সুন্দরবন, পার্বত্য চট্টগ্রাম, সিলেট, মধুপুর এলাকার বনভূমি ক্রমেই উজাড় হচ্ছে। একটি দুর্নীতিমুক্ত প্রশাসন গড়ার অঙ্গীকার নিয়ে চারদলীয় জোট সরকার ক্ষমতায় এসেছে। অথচ বিগত সময়ের দুর্নীতিবাজ বন কর্মকর্তাদের বিচারের কোনো উদ্যোগ নেয়া হচ্ছে না। বরং বিভিন্ন সময়ে দুর্নীতির দায়ে তদন্তে অভিযুক্ত বন কর্মকর্তারা আবারও ভালো পোস্টিং পেয়ে যাচ্ছে। উল্টো ক্রমেই অভিযোগ উঠছে বনমন্ত্রীর বিরুদ্ধে।

দেশের বন জাতির মূল্যবান সম্পদ। এ সম্পদ হারিয়ে গেলে আগামী প্রজন্মকে চরম খেসারত দিতে হবে। জাতীয় স্বার্থেই বন মন্ত্রণালয় ও বন অধিদপ্তরকে দুর্নীতির রাহুগ্রাস থেকে মুক্ত করতে হবে। বন অধিদপ্তরকে দুর্নীতিমুক্ত করতে হলে মন্ত্রণালয়ের সর্বোচ্চ কর্ণধারকে হতে হবে সৎ, ন্যায়পরায়ণ ও দেশপ্রেমিক। জোট সরকারকে এমন একজন লোক খুঁজে বের করতে হবে।